গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস, এপিএ ও সুশাসন শাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
সভার তারিখ	:	২৬.০৯.২০২৩।
সময়	:	বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা।
সভার স্থান	:	বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা ।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি অংশীজন সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অংশীজন সভায় অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় অংশীজন সভা আয়োজনের গুরুত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে বিআরটিসি বর্তমানে একটি জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সেবার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অংশীজন সভার মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদের নিকট হতে সরাসরি সমস্যাসমূহ জানা যায় এবং পরবর্তীতে সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তিনি জানান সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে আজকের এই অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে বিআরটিসি'র সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। পাওয়ার পয়েন্ট পেজেন্টেশনের পর বিআরটিসি'র সেবার মান বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে সভাপতি উপস্থিত অংশীজনের মতামত প্রদানের আহ্বান জানান।

২.১ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) সভাকে অবহিত করেন যে, বিআরটিসিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিআরটিসি "আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও সেবার মান উন্নয়ন" শ্লোগানটি অনুসরণ করছে। তিনি বলেন ২০২১ সালের পূর্বে ৫০০টি বাসে Vehicle Tracking System (VTS) কার্যক্রম চালু ছিল বর্তমানে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৭০০টি বাসে ও ৫০০টি ট্রাক মোট ১২০০ গাড়ীতে Vehicle Tracking System (VTS) চালু করা হয়েছে। ফলে বাস ও ট্রাকের Real time, অবস্থান, গতিবিধি ও ট্রিপ সংখ্যা জানা যাচ্ছে এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানদের ব্যাখ্যা তলবসহ অনিয়মসমূহ তাৎক্ষণিক দূর করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২১ সালের পূর্বে বিআরটিসির বাস ও ট্রাক ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হতো, বর্তমানে বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে ডিপো/ইউনিটের বাস ও ট্রাকের আয়-ব্যয়, যন্ত্রাংশ, জ্বালানীসহ সকল ব্যবস্থাপনা অনলাইন ও অফলাইন পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ০৬টি ডিপোতে বিআরটিসি ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল ডিপোতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। ২০২১ সালের পর বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো ও ইউনিট সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের ৩২টি দপ্তর/ডিপোতে সর্বমোট ৩২০টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই সংস্থার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। ২০২১ সালের পর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সিপিএফ গ্রাচুইটি, ছুটি নগদায়ন বাবদ ৬০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এই সংস্থার বাস বহরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সংযোজন করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন রুটে যাত্রী সেবার পাশাপাশি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বাস সার্ভিস, মেট্রোরেলের যাত্রীদের জন্য শাটল বাস সার্ভিস, চট্রগ্রামের ডিসি পার্ক থেকে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য বাস সার্ভিস, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাস সার্ভিস, মহিলা যাত্রীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য মহিলা বাস সার্ভিসসহ আরও বেশ কিছু বিশেষ সেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশে সার, খাদ্য ও বিভিন্ন পণ্য পরিবহণে বিআরটিসি ট্রাক সার্ভিস নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রীবাহী বাস সার্ভিস অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এছাড়া ঈদযাত্রায় ও হজ্বযাত্রীদের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র সমূহে সিমুলেটর সংযোজন করে আধুনিক করা হয়েছে। ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ চালক তৈরি করে দেশে ও বিদেশে

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। যাত্রী সেবা প্রদানের জন্য বিআরটিসি নামক এ্যাপ চালু করা হয়েছে। এ এ্যাপের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ মোবাইল ফোন ও ওয়েব পেজে সংস্থার বাসের সঠিক সময় ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারছে। এ যাবত ১৫০০ জন যাত্রী এই এ্যাপটি ব্যবহার করেছেন। এছাড়া চেয়ারম্যান, বিআরটিসি সভায় তাঁর সংস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থাপন করেন। পরিশেষে তিনি প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদসমূহের প্রতি উপস্থিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে বিআরটিসি বর্তমানে স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছে।

২.২ জনাব আব্দুল জলিল, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন যে, ১০ বছর পূর্বের বিআরটিসির সেবা এবং বর্তমান সেবার মানে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এখন বিআরটিসি বাসে সুলভে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করা যায়। তিনি চেয়ারম্যান, বিআরটিসি'র বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন যে, বিআরটিসি বর্তমানে স্বর্ণ যুগে প্রবেশ করেছে। বিআরটিসি'র এই সুনাম অব্যাহত রাখতে হবে।

২.৩ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন, সেবা গ্রহিতাগণ বিআরটিসি'র সেবা প্রাপ্তিতে কি কি সমস্যায় পড়েছেন, যদি সেবা না পেয়ে থাকেন তবে সেবা গ্রহিতা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ব্যবহার করেছেন কি না, এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় প্রতিকার পেয়েছেন কি না, তথ্য অধিকার সম্পর্কে কি ধরনের তথ্য চেয়েছিলেন, এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো যদি এই সভায় আলোচনা করা হয় তবে এই সভাটি আরো ফলপ্রসু হবে।

২.৪ জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন যে তিনি তাঁর বিভাগের তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ করেন। এছাড়া তিনি বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য। এই সভায় তিনি তথ্য অধিকার, শুদ্ধাচার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিসহ অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত আহ্বান করেন। এছাড়া সভাকে অবহিত করেন যে দীর্ঘদিন তিনি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিআরটিসির কার্যক্রম দেখেন। বিআরটিসি'র অনেক দুর্নাম ছিলো। এগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হয়েছে। বিআরটিসিকে আরো অনেকদূর নিয়ে যেতে হবে। বিআরটিসিকে এখন থেকে একটা Teamwork এর মধ্যে আনতে হবে। বর্তমান বিআরটিসি ভাল অবস্থানে পৌঁছেছে। পূর্বে অনেক চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁরা বিআরটিসিকে লোকসান হতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বর্তমান চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সকল প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে বিআরটিসি আজকের এই অবস্থানে এসেছে। বিআরটিসি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে এখন থেকে কাজ করতে হবে। নেতৃত্ব একটা বড় বিষয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বিআরটিসি'র বর্তমান অবস্থাকে ধরে রাখতে হবে। ড্রাইভারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ড্রাইভারদের আরো বেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.৫ সৈয়দ জাহাঙ্গীর, ভাইস প্রেসিডেন্ট, রোড সেইফটি ফাউন্ডেশন বলেন, আমাদের দেশে বিআরটিসির সেবার মান নিয়ে প্রায় সেবা গ্রহিতাদের একটি নেতিবাচক ধারণা ছিল। আগামী দিনে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে এই নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তন করতে হবে। ইতোমধ্যে বিআরটিসি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বর্তমানে বিআরটিসি বাস বহরে ইলেক্ট্রিক বাস সংযোজন করা যেতে পারে। এছাড়া সেবার মান নির্ধারণের জন্য বিআরটিসির একটি সেবার মান নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে ইতোমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৩৪০ টি সিএনজি চালিত এসি বাস সংগ্রহ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ১০০ টি ইলেক্ট্রিক বাস ক্রয়ের জন্য ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% যানবাহনকে ইলেক্ট্রিক যানবাহনে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

২.৬ লেঃ কর্নেল (অবঃ) মুনির, অপারেটর, মেঘনা-গোমতী টোল প্লাজা বলেন, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিআরটিসি তার নেতিবাচক ভাবমূর্তি হতে বর্তমানে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছে। উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরিতে যারা সামনে ও পিছনে কাজ করেছেন তাঁদের তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি বিআরটিসি বাস সার্ভিসে চালক/সুপারভাইজার ও সহযোগীদের আচরণগত আরও প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন।

২.৭ জনাব মোহাম্মদ হাসান রশিদ, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি বিআরটিসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি সেবার মান বৃদ্ধিতে বর্তমান চেয়ারম্যানের উদ্যোগসমূহ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি মনে করেন ক্ষেত্র বিশেষে লীজ পদ্ধতিতে বা গাড়ী ভাড়া প্রদান না করে বিআরটিসি নিজ উদ্যোগে গাড়ীসমূহ পরিচালনা করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বলেন, রক্ষণাবেক্ষণের ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে বিআরটিসি'র বাসগুলোর আয়ুস্কাল ১০ বছরের পরিবর্তে ২০ বছর করা হবে। তিনি বিআরটিসি বাসের ড্রাইভার, হেলপার এবং সুপারভাইজারদের আচরণগত প্রশিক্ষণ প্রদান নিয়মিতভাবে হচ্ছে।

২.৮ জনাব শফিকুর রহমান আবিদ, উপ-ব্যবস্থাপক, কাঞ্চন ব্রীজ টোল অপারেটর বলেন, বিআরটিসি বাসগুলোতে যদি ETC ব্যবহার করা হয় তাহলে খুব অল্প সময় এই বাসগুলো টোলপ্লাজা পার হতে পারবে। এছাড়া বিআরটিসি টিকেট কাউন্টারসমূহ অপরিকল্পিতভাবে বসানোর ফলে টোল প্লাজায় যানজট সৃষ্টি হয়। পরিকল্পিতভাবে কাউন্টার করলে যানজট অনেক কমে যাবে। বিআরটিসি বাসগুলোতে যদি লাইভ ক্যামেরার ব্যবস্থা করা যায় বা অডিও রেকর্ডার স্থাপন করা যায় তবে যাত্রী নিরাপত্তা ও সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি সভাকে অবহিত করেন যে, বিআরটিসি'র ৫০টি বাসে ভিডিও ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। টিকেট কাউন্টার যথাযথ স্থানে স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৯ জনাব পার্থ সারথী দাস, সমন্বয়ক, রোড সেফটি অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিআরটিসি'র অর্জন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ প্রচার করার আহ্বান জানান এবং সেবার মান উন্নয়নে বিআরটিসি কোন গবেষণা আছে কিনা সে বিষয়টি জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, আপাতত সেবার মান উন্নয়নে বিআরটিসি'র কোন গবেষণা নেই। তবে শুদ্ধাচার চর্চা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সংস্থা তাঁর সেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে।

২.১০ জনাব খোরশেদ আলম খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি তাঁর বক্তব্যে জানান যে বিআরটিসি'র মালিকানাধীন বর্তমানে দুই হাজারের উপর গাড়ী আছে। কিন্তু কতজন ড্রাইভারের ভারী যানবাহন শ্রেণীর লাইসেন্স আছে, সেটা তাঁর জানা নেই। তিনি যানবাহনের চালকের সংখ্যা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন বিআরটিসিতে বর্তমানে ২৪৯০ জন দক্ষ চালক আছে। প্রতিবছর চালকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়াও ২৫০ জন চালক নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে।

২.১১ এ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বলেন, বিআরটিসি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। যদি বেসরকারি বাস মালিকদের সাথে সমন্বয় করে বিআরটিসি বাস রুট সমূহ পরিচালনা করে তবে বেসরকারি পরিবহন সেক্টরে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। আন্তঃজেলা বাস সার্ভিসে বিআরটিসি সেবা প্রদান সন্তোষজনক হলেও ঢাকা মহানগরে চলাচলকারী বিআরটিসি বাস সমূহের সেবার মান আরও উন্নত করতে হবে। এ ছাড়া তিনি চুক্তি ভিত্তিক বাস পরিচালনা হতে বিআরটিসিকে বের হয়ে আসার আহ্বান জানান।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কঠোর নজরদারী ও দিক নির্দেশনায় সরকার সড়ক পরিবহনে সেবা প্রদানে বদ্ধ পরিকর। এই প্রসঙ্গে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

২.১২ জনাব মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন শুধুমাত্র সরকারি সেক্টরে নয় বেসরকারি সেক্টরেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। আজকে প্রযুক্তির যুগে সবকিছু আধুনিক হচ্ছে। VTS এর মাধ্যমে গাড়ী পরিচালনা করা হচ্ছে। ইলেক্ট্রিক গাড়ী আনলে জ্বালানী খরচ কমবে, পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে। ভাল গাড়ি এনে সেবা দিতে হবে, যাতে মানুষ আরামদায়ক ভাবে চলাচল করতে পারে। ড্রাইভার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমেড্রাইভার ঘাটতি মোকাবেলায় বিআরটিসি একটা বড় ভূমিকা রাখছে। শুধু দেশে নয় বিদেশে ড্রাইভার নিয়োগেও বিআরটিসি অবদান রাখছে। প্রাইভেট সেক্টরকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য বিআরটিসিকে অনুরোধ করছি। খুচরা যন্ত্রাংশ বিদেশ হতে আমদানী না করে এখানে উৎপাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.১৩ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) বলেন বিআরটিসি'র Teamwork আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সারা বিশ্বের গণপরিবহন সরকার পরিচালনা করে। গণপরিবহনে লাভ করাটা বিষয় না, সেবাটাই বড় বিষয়। প্রাইভেট সেক্টরে রুট পারমিটের ক্ষেত্রে ২০টি গাড়ি পরিচালনার জন্য অনুমতি নিলেও গাড়ি চলে ৪০টি। মালিকগণ লাভ-লোকসানের চিন্তা-ভাবনা না করেই নতুন রুটে বাস নামায়। এই প্রবণতা দেশের স্বার্থে বন্ধ করতে হবে। তিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাবলিক ও প্রাইভেট গণপরিবহনকে কাজ করার আহ্বান জানান।

২.১৪ জনাব মুহাম্মদ কামরুল হাসান, উপসচিব ও NIS বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে এবং তাঁর টিম মেম্বারদেরকে অংশীজন সভা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

০৩. অংশীজন সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	মহানগরে বিআরটিসি বাস সমূহের যাত্রী সেবা আরও উন্নত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
২.	বিআরটিসি টিকেট কাউন্টারগুলো এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন সড়কে যানজট সৃষ্টি না হয়।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	বিআরটিসি বাসের ড্রাইভার, সুপারভাইজার ও সহকারীদের আরও আচরণগত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৪.	বিআরটিসি যানবাহন বহরে ইলেক্ট্রিক বাস সংযুক্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৫.	বিআরটিসি'র চলমান কার্যক্রম সমূহ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

০৪. অতঃপর আর কোন বিষয়/প্রশ্ন/পরামর্শ না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অংশীজন সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/
(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৯.০৬.০১২.২৩-১৪৯

তারিখ : ২৭ আশ্বিন ১৪৩০ / ১২ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণ :

(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: জনাব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী, যুগ্মসচিব ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ ।
২. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী ঢাকা।
৬. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: জনাব মোঃ আকবর হোসেন, উপসচিব ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ)।
৯. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (দৃ:আ" জনাব হোমায়রা বেগম, যুগ্মসচিব ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ)।
১২. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: জনাব এস এম হুমায়ুন কবির সরকার, উপসচিব ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।
১৫. সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৮. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৯. উপসচিব (কানেক্টিভিটি/বিআরটিএ), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
২০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
২১. তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

(খ) সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: জনাব মোহাঃ শামীমুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেরী প্লানিং সার্কেল ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।
৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), নগর ভবন, ঢাকা (দৃ:আ: (১) জনাব মোঃ নাজমুল হক, পরিচালক (প্রশাসন) ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ, (২) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ)।
৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
৮. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্স, মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা।
৯. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
১২. শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর/ডিএমটিসিএল/বিআরটিএ/ডিটিসিএ/বিআরটিসি/ঢাকা বিআরটি
১৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, গুলশান-২, ঢাকা।
১৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ নগর ভবন, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি লাইন-৬), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

(গ) বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জনাব মোঃ সাফকাত মঞ্জুর (বিপ্লব), সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, রাজশাহী ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।
২. জনাব এস. এম. রেজাউল ইসলাম বাবলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপ, কুষ্টিয়া ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।
৩. কাজী আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, মেট্রোপলিটন প্রেস ক্লাব, বরিশাল ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।
৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমেদ, মিরবক্সটুলা, আজাদী-১০০, সিলেট ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।
৫. জনাব লতিফা শওকত, প্রচার সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ, রংপুর ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।
৬. ডাঃ মহাজাবিন হক মাশা, পরিচালক, শামীম এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ, ময়মনসিংহ ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।
৭. জনাব জেসমিন সুলতানা পারু, প্রধান নির্বাহী, ইলমা, চট্টগ্রাম ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।

(ঘ) পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা ।
২. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
৩. নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা (দৃঃআঃ প্রোগ্রাম ম্যানেজার)।
৪. সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ী-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
৫. নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন, ৬৩/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, সড়ক ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা ।
৯. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।
১০. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
১১. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাবতলী/মহাখালী/সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ঢাকা।
১৩. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
১৪. মহাসচিব, বাংলাদেশ কাভার্ডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার পণ্যপরিবহন মালিক এসোসিয়েশন, তেজাগাঁও, ঢাকা।
১৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি. নং ২৪১৫, মহাখালী, ঢাকা।
১৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি. নং ২১৯৫, সায়েদাবাদ, ঢাকা।
১৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি. নং ৪৯৪, ৪৭ টয়নবী সার্কুলার রোড, ঢাকা।
১৮. সমন্বয়ক রোড সেফটি অ্যালায়েন্স ,বাংলাদেশ, সাগুফতা মোড়, বাড়ি-৬৬/৩, ব্লক-ডি, এভিনিউ -২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

(ঙ) গণমাধ্যম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা ও সদস্য, বিআরটিসি পরিচালনা পর্ষদ।
২. সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা।
৩. উপ-মহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ বেতার, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৪. উপ-মহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
৫. সভাপতি, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সেগুন বাগিচা রোড, ঢাকা।
৬. সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সেগুন বাগিচা রোড, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

১। একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২। একান্ত সচিব, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১২/১০/২৩

(মুহাম্মদ কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ২২৩৩৫৫৫২৮